R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ.
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

শান্ত পরিবেশ অশান্ত করতে তৎপর ষড়যন্ত্রকারীরা

বিশেষ প্রতিবেদক : নির্বাচনী মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের শান্ত আবহাওয়াকে অশান্ত করে তুলতে চায়ছে স্বার্থান্বেষীরা। তারই পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপ্রিয় ও রাজনীতি সচেতন জনগণের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। পূজার সময় জঙ্গিপুর শহরের ছোটকালিয়ার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার যে অপচেষ্টা হয় তা থামিয়ে দিয়ে শান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এতদঞ্চলের সচেতন জনসাধারণ। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে থাকেনি। বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলিম সংগঠন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় মত্ত রয়েছে বলে খবর। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গত ৭ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘির ব্রাহ্মণী গ্রামের সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে। যথারীতি নিয়ম মতো সরকারী অনুমতি নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা বিসর্জন করার সময় পথের মাঝে একদল দুষ্কৃতকারী শোভাযাত্রার উপর হামলা করে ও ঢিল ছুঁড়তে থাকে। শোভাযাত্রার সাহায্যকারী পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। পরন্তু থানার ওসি নাকি বাজনা ও হরিধ্বনি বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ওসির বিরুদ্ধেই থানায় কেস লিপিবদ্ধ করতে জেদ ধরলে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠে। শেষতক এস, ডি, পি, ও কে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রাত্রি ২টার সময় সিদ্ধান্ত নেন অনুমতি মাফিক বাজনা ও কীর্ত্তন সহযোগেই শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী প্রতিমা বিসর্জন হয়। এস, ডি, পি, ও-র দৃঢ়তা দেখে দুষ্কৃতকারীরা আত্মগোপন করে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, প্রভাবশালী তিন রাজনৈতিক নেতার আচরণ অবস্থাকে আরোও ঘোরালো করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণী গ্রামের ঘটনার জের থামতে না থামতেই আবার গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জের সন্নিকটে বাণীপুর নূতন বসতির কাছে হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার গতিরোধ করার এক ঘটনা ঘটে। সংবাদে প্রকাশ, গোপালনগর আশ্রম থেকে একটি শোভাযাত্রা কীর্ত্তন করে প্রতিবারের মত এবারেও একই রাস্তায় খুড়িপাড়ায় শ্যামচাঁদ আগমনের উৎসবে যোগ দিতে যাবার সময় বাণীপুর নূতন বসতির কাছে বেশ কিছু সশস্ত্র (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

এম এল একে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় বিক্ষোভ

ফরাক্কা : গত ১২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় এম, এল, এ আবুল হাসনাতের জীপ গাড়ীকে এন, টি, পি, সির ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে সিটু কর্মচারী ইউনিয়নের সভ্যরা মেন গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন দুপুর ১টা নাগাদ এম, এল, এ, এন, টি, পি, সির মেন গেটে এসে জীপ দাঁড় করিয়ে তাঁর বডি গার্ডকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নিতে পাঠান। কিন্তু সি, এস, এফের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করেন ও শেষতক এম, এল, এ কে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন না। সেই ঘটনা জানতে পেরে সিটুর কর্মীরা এম, এল, এ-র সাথে অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদে মেন গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ও অপরাধীর শাস্তি দাবী করে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে প্রকল্পের জি, এম ও সি, এস, এফের কমাণ্ডেন্ট ঘটনাস্থলে আসেন ও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। শেষে তাঁরা সকলের সামনে এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অপরাধীকে শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ৩/৪ ঘন্টা মেনগেট বন্ধ থাকায় যেসব অফিস কর্মী টিফিন করতে বাইরে যান তাঁরা বেশ অসুবিধায় পড়েন। উল্লেখ্য, এর পূর্ব্বেও ঠিক অনুরূপ ঘটনায় সি, এস, এফ কর্মীদের সাথে এম, এল, এ-র সমর্থকদের বিরোধ ঘটে ও গুলি চলে।

অপ্রত্যাশিত মৃত্যু— গাফিলতি কার

বাণীপুর : গত ১৩ ফেব্রুয়ারী কর্তব্যরত অবস্থায় তড়িতাহত হয়ে মারা গেলেন বিদ্যুৎকর্মী গণেশচন্দ্র দাস (২২)। বিবরণে প্রকাশ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের রঘুনাথগঞ্জ ও এণ্ড এম সাব-ডিভিসনের চতুর্থ শ্রেণীর উক্ত কর্মচারী উমরপুরের মেনলাইন বন্ধ করে মঙ্গলজনে পোলে উঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ ফ্লাশিং এর ফলে তিনি তড়িতাহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। লাইন বন্ধ করে কাজ চলছিল তবু ফ্লাশিং হলো কেমন (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কাল থেমে গেছে আদালত প্রাঙ্গণে

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় দেওয়ানী ও বিচার বিভাগীয় আদালতে হাকিমের আকালতো রয়েছেই তার উপর শোনা যাচ্ছে, সাতটি আদালতের মধ্যে মাত্র একটি ঘরের সময় নির্দেশক ঘড়িটি সচল রয়েছে। বাকী ছয়টি ঘরের ঘড়ি কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। ঘড়ি সারাবার বা পরিবর্ত্তে নূতন ঘড়ি আনার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা তাও জানা যায়নি। ন্যায়াধীশদের ন্যায়দণ্ডের দাপটে কাল গতি হারিয়ে থেমে গেছে।

বি ডি ও ভর্ৎসিত হলেন

জঙ্গিপুর : ৭ জানুয়ারী জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ায় জেলাশাসক কর্তৃক রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি, ডি, ও ভর্ৎসিত হন। জানা যায়, এই ব্লক থেকে ৮৫ ৮৬ সালের ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার অনুদান খরচ না হয়ে জেলা দপ্তরে ফেরৎ যায়। এই সব ঘটনায় জেলা শাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত এক সভায় বি, ডি, ও সেলিম পটুয়াকে কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল

অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরে দুই নম্বরের ব্যবসায় সগৌরবেই চলিবার কথা। কারণ ইহা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী স্থানে অবস্থিত। 'এপার বাংলা' ও 'ওপার বাংলা'—উভয় স্থানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। বহাল তবিয়তে মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে। অবশ্য এই যাতায়াত আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা কারণে এক শতাংশ, আর ব্যবসায়িক কারণে নিরানব্বই শতাংশ। আইন বহির্ভূত মালপত্র চলাচলে এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাকে দুই নম্বরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পোষাকপত্র, গরু মহিষাদির চালান আজিকার নহে দীর্ঘদিন হইতেই ইহা চলিয়াছে। ইহার পর আছে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি, নানাবিধ মশলা প্রভৃতি। বেআইনী সোনার বিস্কুট,—তাহাও চলাচল করিতেছে। আর এই সমস্ত কারবারে উভয় দেশের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ অভাবিতপূর্ব কাঞ্চন কৌলীন্য লাভ করিতেছেন।

সর্বপ্রকার পণ্যের গোপন পাচার পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে অবাধ। উভয় দেশেরই সীমান্তে প্রহরার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু গোপন কারবারে অনেক গোপন দিক থাকে যাহাতে কাজের সুবিধা হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। কিছুদিন হইতে 'চুল্লু' নামক এক প্রকার তরল মাদকের চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য হেরোইন নামক একটি মাদকের গোপন পাচারের দুইটি অঞ্চল এই দেশে আছে। একটি ভারতের পূর্বাঞ্চলে, অন্যটি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। পৃথিবীর নানা স্থানে 'হেরোইন' প্রেরিত হয় বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দর দিয়া এবং অপর দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের করাচী ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া। যাই হোক, উল্লেখিত 'চুল্লু'-র ব্যবসায় এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফলাও আকারে চলিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে চায়ের দোকান এবং হোটেল ও ঢপগুলিতে ইহার বেচাকেনা। রঘুনাথগঞ্জ শহরে সদর হাসপাতালের ২নং ও ৩নং গেটের নিকট বহু দোকান হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সব স্থানেও 'চুল্লু' বিক্রয় হইতেছে। এই গোপন ব্যবসায়ে সর্বশ্রেণীর মানুষ—ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কর্মরত-বেকার জড়িত আছেন।

ফলতঃ সহজলভ্য এই মাদক। মদের দোকানে গিয়া নিজেকে চিহ্নিত হইতে দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। চায়ের বা অন্য কিছুর দোকানে ক্রীত পণ্যাদির সঙ্গে 'চুল্লু' ক্রয় সহজ অথবা চা-পানের অছিলায় 'চুল্লু' পানও নিরাপদ।

একদিকে বেআইনী বিভিন্ন মাল পাচারের কারবার এবং অপরদিকে গোপনে মাদকের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে অবিশ্বাস্য রকমের অর্থের আগমন ঘটিতেছে। মাদকে ঢুলুঢুলু নয়ন হইয়া এখন ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এর ভাবনা চলুক। অপরদিকে প্রশাসনকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন অব্যাহত থাকুক।

কুখ্যাত ডাকাতের মৃত্যু

সাগরদীঘি : এই থানার ধুমারপাড় ৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে গত ১৫-২-৮৭ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক মৃতদেহ পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা কুখ্যাত ডাকাত পাঁচুন চক্রবর্ত্তীর মৃতদেহ বলে সনাক্ত করেছেন। এই কুখ্যাত ডাকাতের বাড়ী লালগোলা থানার নশীপুর গ্রামে। মৃত্যুর আগে সে সাগরদীঘি থানার দোগাছি গ্রামে বাস করত। সে পুলিশের হাতে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছে এবং জঙ্গিপুর ও লালবাগ কোর্টে তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে।

গ্রামীণ কার্যকরী স্বাক্ষরতা প্রকল্প

সাগরদীঘি : মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত ১০ ফেব্রুয়ারী বেলা ১০টায় স্থানীয় নব-নির্মিত হাসপাতাল ভবনে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও সাগরদীঘি গ্রামীণ কার্য্যকরী স্বাক্ষরতা প্রকল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকাদের ১০ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই শিবিরে প্রথম ৫ দিনে ১৫০ ও শেষ ৫ দিনে ১৫০ জন প্রশিক্ষণ নেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও সাগরদীঘি ব্লকের বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প আধিকারিক নিখিল মানী। তিনি তাঁর ভাষণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য ও ভূমি শাখার কর্মাধ্যক্ষ গিয়াসুদ্দিন মির্জা, সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ আবদুস সাত্তার এবং জেলার সহকারী প্রকল্প আধিকারিকগণ।

বি ডি ও অফিসে গণঅবস্থান

ধুলিয়ান : গত ৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় এস, ইউ, সি, আই লোক্যাল কমিটির ডাকে ১০ দফা দাবীর ভিত্তিতে সমসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিসে গণঅবস্থান করা হয়। দাবীগুলির অন্যতম—ধুলিয়ান শহরে জনসাধারণের সুবিধার জন্য আপ ডাউন ছটি বাসকে শহরের মধ্যে যাতায়াত করতে হবে। ডাকবাংলো থেকে ধুলিয়ান বাজার পর্য্যন্ত সড়ক সংস্কার ও অবরোধমুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তারাপুর টি, বি হাসপাতাল নির্মাণে উদ্যোগী ও অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থা দূর করে সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য দাবীগুলির মধ্যে টাঙ্গা ও রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ, সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা, রেশনে উন্নত মানের চালগম সরবরাহ, পাটের বিক্রয় মূল্য ন্যূনতম ৬০০ টাকা কুইন্ট্যাল করা ও ঋণ প্রকল্পে দলবাজী বন্ধ করা। বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত ৫০/৬০ জন কর্মী এই গণঅবস্থানে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ভাষণ দেন জেলার নেতা অচিন্ত্য সিংহ, আবদুস সঈদ, মোঃ মইনুদ্দিন ও স্থানীয় এস, ইউ, সি সম্পাদক সিদ্দিক হোসেন। বক্তারা সকলেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন ও তার প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন।

বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় এস, ডি, ও কোর্ট ময়দানে রাজা রামমোহন রায় বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌরপিতা পরমেশ পাণ্ডে ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ১০-৩০টায় বিদ্যানিকেতনের নিজস্ব পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীপাণ্ডে। ছাত্রছাত্রীদের দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করে কতিপয় উৎসাহী তরুণ এক বৎসর পূর্বে বিনা-পারিশ্রমিকে বিদ্যালয়টির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এই কো-এডুকেশন স্কুলটি চালু হওয়ায় শহরের ও আশপাশের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহেই বর্তমানে স্কুলটি চালু রয়েছে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু ১৬৬

চিরায়ত রবীন্দ্রনাথ

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছর রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বর্ষপূর্ত্তির বছর। দেশ বিদেশে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে। কালের প্রেক্ষাপটে শুধু স্মরণ নয়, চাই শরণ, শুধু চর্চ্চা নয় চাই চর্য্যা। চর্চ্চা এবং চর্য্যার একমাত্র উপায় এবং তার প্রশস্ত সরণি হোল—শিক্ষা। দেশের অগণিত মূঢ় ম্লান মূক মানুষের চোখে দিতে হবে আলো, মুখে দিতে হবে ভাষা, বুকে দিতে হবে আশা ও আশ্বাস আর তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে বিশ্বাসের ছবি।

রবীন্দ্রনাথ হলেন মানুষের পথ চলার আশ্বাস, নিত্য দিনের সহচর, সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। রবীন্দ্র সাহিত্যে আছে সেই আশার বাণী, আছে বিশ্বাসের ছবি। রবীন্দ্র সাহিত্য হলো নানা রবীন্দ্রনাথের গাঁথা একখানি মালা।' কালের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন ত্রিকালকে। তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাই সীমার মাঝে অসীমকে; রূপের মাঝে অরূপকে এবং ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে। রবীন্দ্রনাথ আজ পুরাতন হয়েও আধুনিক, এ কালের হয়েও চিরকালের। 'পুরাতনকে নতুন করে যুগে যুগে যে প্রাত্যহিক নূতন, সেই আধুনিক। আমাদের তর্ককে বিশ্বাসে, আনন্দকে অমৃতে ও বেদনাকে বোধনে পরিণত করেছেন যে কবি তার নাম রবীন্দ্রনাথ।' অনুরাগে সিক্ত হয়ে রবীন্দ্র কবিতা পাঠ শুধু ১৪০০ সালেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—তারপরেও। তাঁর সৃষ্টি অমরতার তিলক পরে কালের কপোল তলে জ্যোতিষ্কের মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে চলবে—আপন মনস্বিতার গুণেই। পাঠকের চিন্তায় চর্চ্চায় এবং মননে তাঁর প্রতিফলন ঘটবে। তিনি ছিলেন কবি মনীষী, কবি সার্বভৌম। তাই একদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।' তাঁর সৃষ্ট বিশাল সাহিত্যের নির্মাণ ও সৃষ্টির দিকে চোখ ফেরালে—মনে হবে রবীন্দ্রনাথ শুধু কালের নন, কালান্তরেরও। কাল জয়ী সৃষ্টি স্রষ্টাকে অমরত্বের তিলক পরিয়ে দেয়। ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায় আজও শেক্সপীয়র সমানভাবে পড়া হচ্ছে। সম্ভবতঃ আজ তার চারশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ উজ্জ্বল মহিমার সঙ্গে পাঠকের কাছে সমাদৃত। To be or not to be র এই হ্যামলেটিয় দ্বান্দ্বিকতা আজও সংশয়ক্লিষ্ট মানুষের মনোভূমিতে রয়েছে অব্যাহত। চিরন্তন সৃষ্টির কোন স্থান কালের সীমানা নাই। সমকালের পক্ষপুট তা নয়, তা মহাকালের পক্ষপুটে আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে সেই চিরন্তনতা। আছে বিচিত্রতা ও আছে বিশ্বমুখীনতা, আছে অখণ্ডের সাধনা। সেই সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের সাথে অনুভব করেছেন আপন অন্তরের যোগ। বিচিত্রের লীলাকে আপন অন্তরে গ্রহণ করে তাকে তিনি করেছেন লীলায়িত। তাঁর সাহিত্যে রয়েছে গতিশীলতা। গতির মধ্যে অনুভব করেছেন প্রাণের ধর্ম। 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন খানে' ঋষি পুরুষদের উচ্চারিত চরৈবেতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি রূপতী রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাববাদী, অধ্যাত্মবাদী নন, তিনি গতির উপাসক এবং মানবতাবাদী। তাঁর এ চিন্তা ভাবনা আকস্মিক ভাবে গড়ে উঠা কিছু নয়। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে সেই চক্রকে সমগ্রভাবে দেখেছিলেন তিনি। তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে।

তাঁর সাহিত্যে রয়েছে সর্বানুভূতি এবং বিশ্ববোধ। এ অনুভূতি এবং বোধ তাঁকে কালের সীমানা উত্তীর্ণ করে চিরকালের করে তুলেছে। তাঁর সেই উপলব্ধির স্বীকৃতি শোনা যায় তাঁর কথায়—"আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে—আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।' কবির নিকট এই পৃথিবী হলো মহাতীর্থ আর তার কেন্দ্রে রয়েছে যে নরদেবতা, তাঁর বেদীমূলে নিভৃতে বসে কবি সকল অহংবোধ স্খালন করার চেষ্টায় ছিলেন প্রবৃত্ত। তাঁর উপলব্ধিতে 'দেশ মাটি দিয়ে তৈরী নয়—মানুষ দিয়ে তৈরী' সেই মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। সভ্যতার সংকটকালেও কবি কণ্ঠ হতে উচ্চারিত ছিল সেই কথা—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ।' তিনি নরের মধ্যে দেখেছেন নারায়ণকে। তাঁর ঈশ্বর 'সবার নীচে সবার পিছে, সব হারা'দের মাঝে' রয়েছেন। বহুদূর প্রসারিত বিচিত্রভাবের মধ্যে দেখেছেন তিনি তাঁর ধূলি ধূসরিত ঈশ্বরকে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সর্বদেশ কাল জাতি, সর্ব বন্ধনমুক্ত ভাব। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভারে আছে প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য, আছে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পদমাধুরী, আছে বাউল সাধকদের তত্ত্বকথা, আছে ঔপনিষেদিক বাণী আছে ভগবান তথাগতের প্রেমের শাশ্বত বাণী। তাঁর সাহিত্য বিতানে আছে প্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধ, আছে মানুষ এবং তার প্রেম ভালোবাসা। তাঁর কাছে পূজা আর প্রেম—একই অর্থের দ্যোতক। তাঁর কথায়—যারে বলি ভালোবাসা তার নাম পূজা। 'আত্মপরিচয়ে' তিনি লিখেছেন—'প্রকৃতি তাহার রূপ রস গন্ধ বর্ণ লইয়া। মানুষ তাহার স্নেহ ভালোবাসা লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ...জগতের মধ্যে আমি মু , সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।' 'অন্তর হতে আহরি বচন' তিনি করেছেন আনন্দলোকের সৃষ্টি। কবি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছিলেন অরূপ রতনের আশায় একদিন প্রাহ্নবেলায়। আবার জীবনের শেষ প্রান্তে কবি উপলব্ধি করেছিলেন—'রূপ নারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম। দেখিলাম এ জীবন স্বপ্ন নয়।' কবি আর একবার নূতন করে নিজেকে চিনলেন—আর বল্লেন—'চিনিলাম আপনারে/আঘাতে আঘাতে/বেদনায় বেদনায়।' দেখতে পেলেন 'রক্তের আখরে' 'আপানার রূপ'। এই আপনার রূপ হলো আত্মসত্য। কবির উপলব্ধি হলো—মানুষের জীবনটা হলো আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা। সত্যের দারুণ মূল্য' লাভের জন্য প্রয়োজন দুঃখের তপস্যা। দুঃখকে অস্বীকার করে নয়। দুঃখকে মেনে নিয়েই মানুষকে করতে হয় দুঃখ জয়ের তপস্যা।

রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে অনুভব করি নানা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এবং মননের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর কথা, ভাবনা জীবন দর্শন এবং অনুভুতি 'মনের নিভৃত কণে মত্ততা' ছড়িয়ে যায়, দৃষ্টিকে দান করে উদার মুক্তি। তাই তাঁর সাহিত্যকে বারে বারে নূতন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে —'ফাল্গুনী' নাটকের চন্দ্রহাসের কথা—

সে সর্দ্দারকে দেখে বলছে—"মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম দেখলাম। এ তো বড় আশ্চর্য্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরে প্রথম।' রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনাকে, জীবন ও জীবনদর্শনকে নির্মাণ ও সৃষ্টিকে যতবার ফিরে ফিরে দেখা যাক না কেন, মনে হয় তা নূতন, বারে বারে নূতন—শুধু কালে নয়, কালোত্তরেও। চির নূতনের ডাক শুনতে পাই রবীন্দ্র সাহিত্যে। সতাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বারে বারে নূতন এবং চির নূতন।

চোর ধরা পড়ল

সাগরদীঘি : সম্প্রতি মনিগ্রামে অজিত খামারুর বাড়ী থেকে একটি সাইকেল ও মাহান্তার দোকান থেকে রেডিও, মাইক এবং নগদ দু'হাজার টাকা চুরি যায়। পরদিন মাহান্তী সন্দেহক্রমে ঐ গ্রামেরই মন্টু সেখের নামে থানায় ডাইরী করলে পুলিশ মন্টু সেখকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। থানায় মন্টু সেখ অপরাধ স্বীকার করে ও আরও তিনজন সঙ্গীর নাম করে। সে আরও বলে, সমস্ত চোরাই মালই মনিগ্রামের জনৈক ভি, ডি, ও ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। পুলিশ আসার আগেই ভি, ডি, ও ব্যবসায়ী সমস্ত মালপত্র সমেত পলাতক বলে সংবাদে জানা যায়। সঙ্গী তিনজনকে এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞপ্তি

গত ২-২.৮৭ তাং এর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সকলের অবগতির জন্য প্রক শ করা যাইতেছে যে, সেকেন্দ্রা সার্ব্বজনীন দুর্গা মায়ের নামে ১৯৭০ সালে অত্র গ্রামের জগন্নাথ সাহা ১৮ শতক জমি প্রদান করে, এবং সেবাইত নিযুক্ত হয় জগন্নাথ দাস পিঃ—কালাচঁ দ দাস। উক্ত সাল হইতে অদ্যাবধি সেবাইত জগন্নাথ দাস, দুর্গা পূজার নামে সেই জমির কোন আয়-সেবা পূজায় ব্যয় করে নাই। সেই জন্য তার অকর্মণ্যতা বিবেচনা করিয়া নতুন সেবাইত নিযুক্ত হইল দুর্গাচরণ দাস পিতা দামোদর দাস। তিনি সেবা পূজার সব দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পূর্ব সেবাইত জগন্নাথ দাস পিতা—কালাচাঁদ দাসকে তার পদ হইতে বাতিল করা হইল।

পূজা কমিটির পক্ষে
সভাপতি

৯ ২-৮৭ সেকন্দরা তাঁতিপাড়া, মুর্শিদাবাদ

মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ভলিবল প্রতিযোগিতা

গত ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ অমর জ্যোতি ক্লাবের পরিচালনায় একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রঘুনাথগঞ্জের স্বরূপানন্দ আশ্রম ছোট-কালিয়া সর্বমঙ্গল সমিতিকে পরাজিত করে।

*

গত ২৫ জানুয়ারী বালিয়া নেতাজী সংঘের পরিচালনায় একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় পোপাড়া নবুজ সংঘ স্বরূপানন্দ আশ্রমকে পরাজিত করে।

*

গত ৩০ জানুয়ারী সম্মতিনগর মিলন সংঘের পরিচালনায় একদিনের ভলিবল ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে স্বরূপানন্দ আশ্রম ও ছোট-কালিয়ার সর্বমঙ্গল সমিতি। কমিটির সিদ্ধান্তে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।

*

গত ১ ফেব্রুয়ারী লালগোলা বরদা নজরুল ক্লাবের পরিচালনায় একদিনের ভলিবল ফাইনাল খেলায় বহরমপুর খেয়ালী সংঘ ছোটকালিয়ার সর্বমঙ্গল সমিতিকে পরাজিত করে।

অশান্ত করতে তৎপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতকারী শোভাযাত্রায় বাধা দেয় এবং বাজনা ও হরিধ্বনি বন্ধ করতে বলে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষে বাদানুবাদ হয় ও দুষ্কৃতকারীরা লাঠি সোটা নিয়ে শোভাযাত্রার উপর চড়াও হয়ে মারধোর শুরু করে। পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় ও হাতেনাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে অবস্থা আয়ত্তে আনে। কিন্তু এরপরই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপ। ফলে শান্ত অবস্থা অশান্ত হতে শুরু করে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৫ ফেব্রুয়ারী পুলিশ প্রহরায় শোভাযাত্রাটি বাণীপুর নূতন বস্তির মধ্যে দিয়ে ফিরে আসার সময় একটি বাড়ী থেকে শোভাযাত্রার উপর ইটপাটকেল পড়ে। এতে চার বছরের একটি শিশুর মাথা ফেটে রক্ত ঝড়তে থাকে। ফলে শোভাযাত্রার কিছু মানুষ উত্তেজিত হয়ে ঐ বাড়ী আক্রমণ করে ও বাড়ীটির ক্ষতিসাধন করে। পুলিশ অবস্থা আয়ত্বে আনতে আনার চেষ্টা করে। এর পরবর্তীতে

নেতাজী স্মরণে

ধুলিয়ান : দেরীতে পাওয়া এক সংবাদে জানা যায় স্থানীয় ফঃ ব্লকের উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর ৯১তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। পৌর-সভার সম্মুখস্থ নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সভাপতির ভাষণে যুব নেতা রওশান আলি নেতাজীর জীবন-ধারার মূল্যায়ন ও অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

গাফিলতি কার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে তা এখনো জানা যায়নি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—কারো না কারো গাফিলতিতেই বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেছিল। সকলেই মনে করেন এ ধরনের গাফিলতি ক্ষমার অযোগ্য এবং দোষীকে সনাক্ত করতে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

জানা যায়, মহকুমা পুলিশ অফিসার ঘটনার সংবাদ পেয়ে অকুস্থলে যান এবং তথ্যানুসন্ধানের পর ৪ জন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করে এক মামলা রুজু করেন। কিন্তু শিশুটির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ডায়েরী করা হলেও এ ব্যাপারে কেউ এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘটনা যার হোক এমনিতেই শান্ত হয়ে যেত, কিন্তু রাজনৈতিক চাপে পুলিশ এই ভাবে অনুপাত বজায় রাখতে হিন্দু যুবকদের গ্রেপ্তার করায় অবস্থার অবনতি হচ্ছে। এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও মুসলীম সংগঠনগুলি ও দুষ্কৃতকারীরাই মদত পাচ্ছেন। তাঁরা আরো জানান, সুকৌশলে নির্বাচনের পূর্ব এ অঞ্চলের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করার অপ-চেষ্টা চলছে। এসব ঘটনা তারই পূর্বাভাষ।

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
P.O. NABARUN : DIST-MURSHIDABAD : W.B. PIN : 74 2236.

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work. Tenderer desiring documents by post should send Rs. 20/- only extra for the work, either by I.P.O. payable at post office, Khejuriaghat OR Demand Draft in favour NTPC Ltd., payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof registration and credentials.

Tender documents will be on sale from 7/2/87 to 17/2/87 from 9.00 hrs. to 12.00 hrs. & 14.30 hrs. to 16.00 hrs. Tenders will be opened on the mentioned day, in presence of tenderers or their authorised representatives at 14.00 hrs.

Sl. No.	Name of work	Approx. value of work (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost Tender paper	Date of opening	Duration
01.	Fabrication of 13 Nos. Operator's Cabin.	Rs. 2,30,000	Rs. 4, 600	Rs. 50/-	19/2/87	Two months

Terms and Conditions :-

(i) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the Tender.
(ii) Tenders received late and/OR without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.
(iii) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of Tender documents sent by post.
(iv) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.
v) The G.C.C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

MANAGER (O&M/MTP)
NTPC/F. S. T. P. P.

ASP'87

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথি VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।